ফোর্বস স্বীকৃতি

বার্ষিক প্রায় ৯২৭.৫ কোটি টাকা আয় করে ধনীতম ফুটবলার লিওনেল মেসি।

নতুন কোম্পানির নামে দরপত্র জমা ইস্টবেঙ্গলের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৫ সেপ্টেম্বর : প্রচুর জটিলতার মধ্যে অনলাইনে এদিন আইএসএলের দরপত্র জমা দিল ইস্টবেঙ্গলের লগ্নিকারী সংস্থা। শেষপর্যন্ত অবশ্য ইস্টবেঙ্গল ক্লাব প্রাইভেট লিমিটেড নামের নয়, নতুন কোম্পানি শ্রী সিমেন্ট ইস্টবেঙ্গল ফাউন্ডেশনের নামেই দরপত্র জমা পড়েছে বলে ফেডারেশন ও এফএসডিএল সূত্রের খবর। আইএসএলের নোটিশে অনলাইনে দরপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন ছিল ১৪ সেপ্টেম্বর। যা নিয়ে সোমবার রাত পর্যন্ত ছিল চরম বিভ্রান্তি। শেষপর্যন্ত লগ্নিকারী সংস্থার চিফ ফাইনান্স অফিসার সুভাষ জাজু জানান, তাঁরা দরপত্র জমা দিতে পারেননি। কিছু আইনি জটিলতা তৈরি হয়েছে। এফএসডিএল এবং তাঁদের কোম্পানির লিগ্যাল সেল ওই জটিলতার সমাধান করার চেষ্টা করছেন। মঙ্গলবার তা জমা দেওয়া যাবে। এরপর এদিন আইএসএল খেলার জন্য প্রাথমিকভাবে যেটা প্রয়োজন, সেই দরপত্র জমা পড়েছে বলে লগ্নিকারী সংস্থার কর্তারা জানান। তবে একইসঙ্গে তাঁরা একথাও জানান, দরপত্র জমা পড়েছে শ্রী সিমেন্ট ইস্টবেঙ্গল ফাউন্ডেশনের নামে, ইস্টবেঙ্গল ক্লাব প্রাইভেট লিমিটেডের নামে নয়। কিন্তু লাইসেন্সিংয়ের সময়সীমা পার হয়ে যাওয়ার পর কীভাবে নতুন কোম্পানির নামে খেলা সম্ভব, তা জানতে চাওয়া হলে ফেডারেশন সচিব কুশল দাস জানালেন, করোনা ভাইরাস মহামারির জন্য ফিফা সবক্ষেত্রেই কিছুটা ছাড় দিচ্ছে। তাই এএফসির কাছে নতুন করে আবেদন করা হচ্ছে, যাতে লগ্নিকারীর সঙ্গে তৈরি নতুন কোম্পানির নামে খেলতে পারে ইস্টবেঙ্গল। যা খবর তাতে, ফেডারেশন সভাপতি প্রফুল প্যাটেল নিজে উদ্যোগী হয়ে এএফসির সঙ্গে এই বিষয়ে কথা বলে সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করছেন। যা হয়েও যাবে বলে জানা গিয়েছে।

কিন্তু কেন, শুরুতে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব প্রাইভেট লিমিটেডের নামে আবেদন করতে রাজি হয়েও পরে পিছিয়ে এল নতুন লগ্নিকারী সংস্থা? তাদের আইনজীবীদের পরামর্শেই নাকি এই সিদ্ধান্ত। কারণ ইস্টবেঙ্গল ক্লাব প্রাইভেট লিমিটেডের নামে খেলতে গেলে বিনিয়োগকারী নয়, স্পনসর হিসাবে থাকতে হত তাদের। শুধুমাত্র স্পনসর হিসাবে এত টাকা ঢালার কোনও কারণ নেই বলে তাঁরা মনে করেছেন। তাছাড়া কোম্পানি একবার হস্তান্তরিত হয়ে তাঁদের হাতে চলে এলে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব প্রাইভেট লিমিটেডের যাবতীয় দায়ও তাঁদের নিতে হত। যা নিতে রাজি নন এই বিনিয়োগকারী সংস্থার কর্তারা। ফলে শেষপর্যন্ত এফএসডিএল এবং ফেডারেশনকেই আসরে নেমে পরিস্থিতি সামাল দিতে হল।

দরপত্র জটিলতা

- নতুন কোম্পানি শ্রী সিমেন্ট ইস্টবেঙ্গল ফাউন্ডেশনের নামেই দরপত্র জমা পড়েছে।
- ইস্টবেঙ্গল ক্লাব প্রাইভেট লিমিটেডের নামে নয়।
- নতুন লগ্নিকারি সংস্থার আইনজীবিদের পরামর্শেই নাকি এই সিদ্ধান্ত।
- ১৪ সেপ্টেম্বর ছিল অনলাইনে দরপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ।
- এএফসির সঙ্গে কথা বলে সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করছেন ফেডারেশন সভাপতি প্রফুল প্যাটেল।

জাভেদের ছবি ঝাপসা করে বিতর্কে সৌরভ

দুবাই, ১৫ সেপ্টেম্বর : ত্রয়োদশ আইপিএল শুরু হতে বাকি আর মাত্র চারদিন। এমন অবস্থায় আজ আচমকাই বিতর্কে জড়িয়ে গেলেন ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। গতকাল তিনি বিসিসিআইয়ের বেশ কয়েকজন প্রতিনিধিকে নিয়ে ঐতিহাসিক শারজা স্টেডিয়ামে গিয়েছিলেন। আইপিএলের ১২টি ম্যাচের পাশে ১-১০ নভেম্বর পর্যন্ত মহিলাদের টি২০ প্রতিযোগিতা আয়োজনের জন্য সেখানকার ব্যবস্থাপনা পর্যবেক্ষণ করেন তিনি। গতরাতে শারজা স্টেডিয়ামে তাঁর হাজিরার ছবি মহারাজ নিজের ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে পোস্ট করেন।

আর তারপরই শুরু হয় বিতর্ক। সৌরভ যে ছবিটি ইনস্টাগ্রামে দিয়েছেন, সেখানে সৌরভ সহ বাকি ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড কর্তা ছাড়াও রয়েছেন স্থানীয় ক্রিকেট সংস্থার প্রতিনিধি ওয়ালিদ বুখাতিরও। ছবিতে স্পষ্ট, মহারাজ তাঁদের পিছনে পাকিস্তানের দুই ক্রিকেটারের বিশাল ছবি ব্লার বা ঝাপসা করে দিয়েছেন। কেন এমন করেছেন বিসিসিআই সভাপতি? তার স্পষ্ট জবাব মেলেনি। কিন্তু যাঁদের ছবি সৌরভ ঝাপসা করে দিয়ে ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করেছেন, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন পাকিস্তানের দুই কিংবদন্তি ক্রিকেটার জাভেদ মিয়াঁদাদ ও রশিদ লতিফ।

ঘটনাটি সামনে আসার পরই সোশ্যাল দুনিয়ায় সৌরভের এমন ছবি ঝাপসা করে দেওয়া নিয়ে বিতর্কের ঝড় উঠেছে। সূত্রের খবর, আইপিএল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের প্রতিযোগিতা। যেখানে পাকিস্তান ব্রাত্য। সম্ভবত, সেই কারণেই মহারাজ এমন কাজ করেছেন। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড সভাপতির ভাবনা যাই হোক না কেন, মিয়াঁদাদ ও লতিফের ছবি ঝাপসা করে ইতিমধ্যেই প্রাক আইপিএল বিতর্কে জড়িয়ে গিয়েছেন সৌরভ। যদিও তাঁর ভক্তরা এমন ঘটনাকে 'দাদাগিরি ২' হিসেবে দেখছেন। কারণ, শারজা বরাবরই পাকিস্তানের ঘরের মাঠের মতো। সেখানে হাজির হয়ে মিয়াঁদাদের ছবি ঝাপসা করা লর্ডসের বারান্দায় জার্সি ওড়ানোর মতোই।

আই লিগে ওঠার স্বপ্ন দেখছেন ইয়ান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৫ সেপ্টেম্বর : আই লিগের মূল পর্বে ওঠাকেই পাখির চোখ করছেন মহমেডান স্পোর্টিং কোচ ইয়ান ল। অক্টোবরের দ্বিতীয় সপ্তাহে কলকাতায় শুরু হতে চলেছে সেকেন্ড ডিভিশন আই লিগের টুর্নামেন্ট। মূল পর্বে ওঠার লড়াই মহমেডান ছাড়াও রয়েছে ভবানীপুর, এফসি বেঙ্গালুরু ইউনাইটেড, গারওয়াল এফসি ও আরা এফসি-র মতো দল। এবার উইলিশ প্লাজা, এজে কিংসলে, শেখ ফৈয়াজের মতো পরিচিত মুখকে সই করিয়েছে মহমেডান। প্রস্তুতিতেও কোনও রকম ফাঁক রাখতে নারাজ মহমেডান। গত তিন সপ্তাহ দল নিয়ে কল্যাণীতে আবাসিক শিবিরে ব্যস্ত কোচ ইয়ান, টিডি দীপেন্দু বিশ্বাস। শেষ ছয় মরশুম আই লিগের যোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি ব্ল্যাক প্যান্থার্স। এবার কিন্তু আশাবাদী কোচ ল। তাঁর কথায়, 'আমাদের প্রধান লক্ষ্য দলকে আই লিগে তোলা। আমি ক্লাব ম্যানেজমেন্টের সহযোগিতা সবসময় পেয়েছি। কর্মকর্তারা ভালো দল তৈরিতে উদ্যোগী হয়েছেন। অভিজ্ঞ মুখের পাশাপাশি বেশ কিছু সম্ভাবনাময় ফুটবলারকে দলে নেওয়া হয়েছে। সবমিলিয়ে দলের ভারসাম্য এবার ভালো হয়েছে।'

রায়নার শূন্যতা পূরণ সহজ নয় : মরকেল

দুবাই, ১৫ সেপ্টেম্বর : প্রস্তুতি চলছে। চলছে নিজেদের তৈরি করে নেওয়ার শেষ পর্যায়ের অনুশীলন। আর তার মধ্যেই দুটো বিষয় খোঁচা দিয়ে চলেছে চেন্নাই সুপার কিংসকে। এক, সুরেশ রায়নার শূন্যস্থান পূরণ কীভাবে সম্ভব হবে। দুই, রুতুরাজ গায়কোয়াড় কবে ফিট হবেন। দলের অন্দরের খবর, রুতুরাজ এখনও করোনা মুক্ত হতে পারেননি।

জোড়া প্রশ্নের জবাব দ্রুত পেতেই হবে ধোনিদের। আজ সেকথাই তুলে ধরেছেন দক্ষিণ আফ্রিকার অ্যালবি মরকেল। সংবাদ সংস্থাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছেন, রুতুরাজের ফিট হওয়ার থেকেও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ রায়নার শূন্যস্থান পূরণ। মরকেল আজ বলেছেন, 'চেন্নাই সুপার কিংস দলের অন্যতম ভরসার নাম সুরেশ রায়না। দীর্ঘসময় ধরে ব্যাট হাতে তিন নম্বরে নেমে দলকে ভরসা দিয়েছে। আবার ফিল্ডিংয়ের সময়ও নিজের স্কিলের ঝলক দেখিয়েছে। এমন একজন ক্রিকেটার প্রতিযোগিতা শুরুর মাত্র কয়েকদিন আগে সরে দাঁড়ালে দলের সমস্যা হবেই। রায়নার শূন্যস্থান পূরণ করাটা সহজ হবে না।' এখানেই না থেমে অ্যালবি মরকেল তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে আরও বলেছেন, 'চেন্নাই সুপার কিংসের হয়ে ছয় বছর খেলেছি আমি। ধোনি কীভাবে দল পরিচালনা করে, তার অভিজ্ঞতা রয়েছে আমার। দলে রায়নার গুরুত্বের কথাও অজানা নয়। আমার বিশ্বাস, ধোনি নিশ্চিতভাবেই বিকল্প পথ বার করবে। কিন্তু কাজটা সহজ হবে না।'

এদিকে, রায়নার বদলে তিন নম্বরে রুতুরাজকে খেলানোর একটা সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু ক্রমশ সেই সম্ভাবনা কমছে। রুতুরাজ এখনও করোনা মুক্ত নন। আপাতত তাঁকে দলের বাইরে রেখে শুরু হয়েছে পরিকল্পনা। জানা গিয়েছে, ১৯ সেপ্টেম্বর মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধে আইপিএলের প্রথম ম্যাচে মুরলী বিজয়কে তিন নম্বরে খেলানো হতে পারে। শেন ওয়াটসনকে ওপেন না করিয়ে তিন নম্বরে ব্যবহারের ভাবনাও রয়েছে। যদিও সেসবই অধিনায়ক ধোনির মগজে ঘুরপাক খাচ্ছে।

এখনও ফিট নন রুতুরাজ

কবজির জোর মাপতে পাঞ্জা লড়ছেন ফাফ ডুপ্লেসি ও রবীন্দ্র জাদেজা।

TENDER NOTICE
NIT No : 02/DGP/2020-2021 Dated : 14/09/2020
NIT No : 03/DGP/2020-2021 Dated : 14/09/2020
NIT No : 04/DGP/2020-2021 Dated : 14/09/2020
For details contact to the office of the undersigned.
Sd/-
Prodhan
Damdim Gram Panchayat

জয় দিয়ে ইপিএল শুরু চেলসির

লন্ডন, ১৫ সেপ্টেম্বর : ইতিহাস বলছে, ২০১৪-'১৫ ও ২০১৬-'১৭ মরশুমে সোমবার রাতে ইপিএলের শুরু করেছিল চেলসি। দুইবারই তারা চ্যাম্পিয়ন হয়। ব্রাইটন ও হোভ অ্যালবিয়নকে ৩-১ গোলে হারিয়ে ২০২০-'২১ মরশুমের ইপিএল-ও তারা সোমবার রাতেই শুরু করেছে। ২৩ মিনিটে পেনাল্টি থেকে চেলসিকে এগিয়ে দেন জর্জিনহো। ৫৪ মিনিটে সমতা লিয়ান্দ্রো টোসার্ট। চেলসির বাকি দুটি গোল রেসি জেমস ও কার্ট জুমার।

দীপকদের আপাতত জায়গা নেই শিবিরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, নয়াদিল্লি, ১৫ সেপ্টেম্বর : সোনিপতে জাতীয় শিবির শুরু করার আগে যে সমস্ত কুস্তিগির করোনা পরীক্ষায় পজিটিভ প্রমাণিত হয়েছেন, তাঁরা সুস্থ হয়ে উঠলেও এই মুহূর্তে শিবিরে যোগ দিতে পারবেন না। পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে, এখনও অবধি চারজন কুস্তিগির করোনায় সংক্রামিত হয়েছেন। তাঁরা হলেন দীপক পুনিয়া, রাহুল আওয়ারে, নবীন এবং কিষান। এঁদের মধ্যে রাহুল ছাড়া বাকি তিনজনই ইতিমধ্যে সুস্থ হয়ে উঠেছেন। রাহুলকেও আজকালের মধ্যে ছেড়ে দেওয়া হবে। কিন্তু এঁদের কাউকেই শিবিরে আপাতত ডাকা হবে না। শুধু তাই নয়, কুস্তি ফেডারেশন এই চারজনের জায়গায় নতুন কয়েকজনকে শিবিরে যোগ দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। ফেডারেশনের বক্তব্য, নিয়ম অনুযায়ী এঁদের যে ১৪ দিন গৃহবন্দি থাকার কথা, তা এঁরা যেন নিজেদের বাড়িতেই পালন করেন। ততদিন শিবিরে এঁদের কোনও জায়গা হবে না।

স্পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার (সাই) পক্ষ থেকে অবশ্য আলাদা করে একটি সামগ্রিক পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে, যার মূল উদ্দেশ্য হল, করোনা সংক্রামিত অ্যাথলিটরা সুস্থ হওয়ার পর তাঁদের কীভাবে আবার খেলাধুলার মধ্যে ফিরিয়ে আনা যায় সেটা ঠিক করে দেওয়া। এই ব্যাপারে বেশ কিছু চিকিৎসক এবং ক্রীড়া বিজ্ঞানীদের সাহায্য নেওয়া হচ্ছে। শুধু এই চারজন কুস্তিগির নন, এর আগে করোনা সংক্রামিত হয়েছেন অন্তত ছয়জন হকি খেলোয়াড়, রাজীব গান্ধি খেলরত্ন জয়ী ভিনেশ ফোগত থেকে শুরু করে ব্যাডমিন্টনের প্রথমসারির বেশ কয়েকজন খেলোয়াড়। এঁদের সবাইকে ধীরে ধীরে অনুশীলনের মধ্যে নিয়ে এলেও এই বিষয়ে এখনও কোনও নির্দিষ্ট পরিকল্পনা তৈরি হয়নি।

সবুজ-মেরুন পথে সন্দেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৫ সেপ্টেম্বর : এটিকে মোহনবাগানের সঙ্গে কথাবার্তা প্রায় পাকা সন্দেশ ঝিংগানের। খুব সম্ভবত আগামী ২৫ সেপ্টেম্বর চুক্তিপত্রে সই করে দেবেন এই ডিফেন্ডার। তার দুই-একদিনের মধ্যে এটিকে মোহনবাগানের তরফে তাঁকে নেওয়ার কথা সরকারিভাবে জানাতে পারে বলে খবর। বিদেশে খেলার ইচ্ছাপ্রকাশ করে ৬ বছর পর কেরালা ব্লাস্টার্স ছাড়েন তিনি। কিন্তু করোনার জন্য শেষপর্যন্ত অন্য কোথায় খেলা যে সম্ভব নয়, তা ক্রমশ বুঝতে পেরেছেন এই পাঞ্জাবি ডিফেন্ডার। তাঁকে নিয়ে আগ্রহ ছিল এফসি গোয়া, মুম্বই সিটি এফসি, ওড়িশা এফসি ও বেঙ্গালুরু এফসি-র। পরে আসরে নেমে সন্দেশকে নিতে আগ্রহ প্রকাশ করে ইস্টবেঙ্গলও। শেষপর্যন্ত বাকিরা পিছিয়ে গেলেও একমাত্র এটিকে মোহনবাগানই সন্দেশকে তাঁর আকাশছোঁয়া দরে নিতে রাজি হয়ে যায়। তবে না আঁচালে বিশ্বাস নেই বলেই এখন মুখে কুলুপ সবুজ-মেরুন কর্তাদের।

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ১ কোটির বিজয়িনী হলেন বিহারের, পুরনিয়ার এক মহিলা

বিহারের, পুরনিয়ার এক মহিলা মনি কুমারি-কে **17.08.2020** তারিখের ড্র তে **95E 60404** নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারিকে বেছে নেওয়ায় মনির জীবন বদলে গেল। আনন্দে আত্মহারা মনি বলেন "আমি বিভিন্ন মিডিয়ার মাধ্যমে বহু লোককে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারিতে কোটি কোটি টাকা জিততে দেখেছি। আমি যখনই দেখতাম ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারি কেউ বিক্রি করছে, তখনই আমি এটি কিনতাম। আমার জীবনে অনেক স্বপ্ন আছে। আমি এই অর্থের পরিমানটি আমার পরিবারের উন্নতির জন্য এবং আমার জীবনে সঞ্চয় করার জন্য ব্যবহার করব। আমি সবাইকে বিশেষত মহিলাদেরকে উৎসাহিত করব ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারি কিনতে ও তাদের ভাগ্য পরিবর্তনের চেষ্টা করতে। কারণ কেউ জানে না ঈশ্বর কখন আমাদের আশীর্বাদ করবেন।" ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখা যায় বলে গোটা প্রক্রিয়াটাই পুরোপুরি স্বচ্ছ। এই লটারি দিনের পর দিন জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

সম্পাদক ঃ সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী- ৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস ঃ ৭ ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০১, ফোন ঃ ২২৪৩-৫৬৬৩, ২২১০-১৮২০/১২০১, ফ্যাক্স ঃ ০৩৩-২২৪৩-৫৬১৮, ২৪১৯২৩৫৮। জলপাইগুড়ি অফিস ঃ থানামোড়, জলপাইগুড়ি- ৭৩৫১০১, ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস ঃ সিলভার জুবিলি রোড, কোচবিহার- ৭৩৬১০১, ফোন ঃ ০৩৫৮২-২২৬৪৩৩, ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস ঃ এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট, আলিপুরদুয়ার-৭৩৬১২২, ফোন ঃ ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস ঃ মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, সরযুপ্রসাদ রোড, নেতাজি মোড়, মালদা- ৭৩২১০১, হোয়াটসঅ্যাপ ঃ ৮৫৮৪৮৮৩২৫৯, ফোন ঃ ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ২২১৬৯৬ (বিজ্ঞাপন ও অফিস), ফ্যাক্স ঃ ২২১৬৯৪। শিলিগুড়ি ফোন ঃ সম্পাদক ও প্রকাশক ঃ ২৪৩৬২৫১, জেনারেল ম্যানেজার ঃ ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন ঃ ২৫২৪৭২২, সার্কুলেশন ঃ ২৫২৬৬৩৫, অফিস ঃ ২৫২৯৬৬১, ২৫২৬৯৯৯ ও ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ ঃ ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, রিপোর্টিং ঃ ২৫২০০০৩, হোয়াটসঅ্যাপ ঃ ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭। ফ্যাক্স ঃ ০৩৫৩-২৪৩৪৪৪৫/২৫২৯৬৬০।
Registration No. RN/35012/80 and Postal Reg. No. WB/NBSR/D-03/2003-08, E. Mail : uttarbanga@hotmail.com uttarbanga@yahoo.com uttarmail2014@gmail.com uttarbanga@indiatimes.com Website : http://www.uttarbangasambad.in